দাবি অলৌকিক ল মতার অধিকারী

দিব্যি কামাচ্ছেন বজরুক তৃণমূলি প্রধান!

তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান নিজেই জল, তেল পড়া আর কবচ দিয়ে ভূতে ধরা, ক্যান্সার আর পল াঘাতের মতো কঠিন অসুখ সারান! অথচ নিজের মধুমেহ রোগটাই তাড়াতে পারছেন না। উঃ ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসত থেকে মাত্র ৮ কিমি দূরে কদম্বগাছির এই প্রধানের নাম আজিজার রহমান। নিজের বাড়িতে বসেই ঝাড়ফুঁক করে বেশ ভাল উপার্জন করেন। ইতিমধ্যেই প্রধানের জল পড়া আর ঝাড়ফুঁকের কবলে পড়ে মৃত্যুশয্যায় ক্যান্সার-আক্রান্ত গ্রামের ষাটোর্ধ্ব আশিয়া বিবি। তবু প্রতিদিন পিলপিল করে মানুষ আসছেন বসিরহাট, হাবড়া, বারাসত, কাজিপাড়া থেকে। প্রায় দিনই সকালে টাকি রোডের ধারে গোরাখালিতে হাতুড়ে আজিজারের বাড়িতে ভিড় হয়। কোলের শিশুদেরও নিয়ে আসেন মায়েরা। রেহেনার কোলের শিশুর মাথায় হাত রেখে কিছুল ণ বিড়বিড় করে কয়েকবার জোরে ফুঁ দিলেন প্রধান। আর-এক গুণমুগ্ধের বোতলে আনা জল ও তেলের শিশিতে মন্ত্রও আওড়ালেন। প্রচণ্ড ব্যস্ত। প্রধান গর্বের সঙ্গে দাবি করলেন, '১০ বছর ধরে অলৌকিক ল মতার বলে চিকিৎসা করছি। হাসপাতাল ফেরত পল াঘাতের রোগী ঝাড়ফুঁকের গুণে এখন সাইকেল চালিয়ে বেড়ায়।' আহ্লাদে গদগদ পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যা ফরিদাও জানান, 'সারাদিন মানুষের কল্যাণে তিনি ব্যস্ত। এমন প্রধান পেয়ে আমরা গর্বিত।' প্রতিদিনই ক্রমাগত বসিরহাট, বারাসত, হাবড়া, দেগঙ্গা থেকে রোগীর দল আসছে। তাদের তদারকিতে ব্যস্ত প্রধানের ছেলে সফিয়ার রহমান জানান, 'বারাসত কলেজের অনেক বন্ধু বাবার অলৌকিক ল মতা মানতে চায় না।' একদিন বাড়িতে এনে ঝাড়ফুঁকের মাহাত্ম্য বোঝাতে চায় সে। মৃত্যুশয্যায় বসে বৃদ্ধা আশিয়া অবশ্য সাফ জানালেন, 'জল পড়া, তেল পড়ার বিন্দুমাত্র উপকার হয়নি।' হাসপাতালে চিকিৎসা করার পরে জানা গেছে, তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত। তবে অসুস্থ বৃদ্ধাকে দুরারোগ্য ব্যধির কথা জানাতে পারেননি বাড়ির লোকেরা। দীর্ঘদিন ধরে প্রধানের বুজরুকির প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন সি পি এম নেতা আবেদ আলি, হায়াত আলিরা। ওঁর ভূমিকায় এঁরা তিতিবিরক্ত। রহস্য ফাঁস করে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হায়াত জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে আজিজার মধুমেহ রোগে ভুগছেন। অলৌকিক ল মতা থাকলে নিজের রোগ আগে নিরাময় করছেন না কেন?' প্রধানের এমন কাণ্ডের বিরোধিতা করেছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। মঞ্চের জেলা সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী জানান, অবিলম্বে বুজরুকি বন্ধ করে জনহিতকর কাজে অংশ না নিলে প্রধানকে রুখতে আন্দোলনে নামা হবে। অভিযুক্ত আজিজারের সাফ কথা, 'রোগী আসছে। উপকার পাচ্ছে। প্রধানের কাজের ফাঁকে জনসেবা করলে অসুবিধে কোথায়?'

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com